মহিলা কর্মীর সমস্যা ও সমাধান

ছফুরা খাতুন

মহিলা কর্মীর সমস্যা

ও

সমাধান

ছফুরা খাতুন
বি.এ. অনার্স, এম.এ, বি.এড

মহিলা কর্মীর সমস্যা ও সমাধান

ছফুরা খাতুন

প্রকাশনায়
আল ইসলাহ্ প্রকাশনী
ফোন- ৮৩৫১৩৪৪, ০১৭৫-০১৬৮৫৮

স্বত্ব ঃ প্রকাশিকার

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০৫ ইংরেজী
জিলহজ্ব, ১৪২৫ হিজরী

দ্বিতীয় প্রকাশ
মে ২০০৫ ইংরেজী
রবিউস সানি ১৪২৬ হিজরী

মূল্য ঃ-
দশ টাকা (নির্ধারিত)

মুদ্রণে ঃ আকাবা প্রিন্টার্স
ফোন ঃ ৯৩৫৭২৫৬

Mahila Karmir Samosya O Samadhan (Problem and Soluation of women worker) by Safura Khatun and published by Al-Islah Prokasoni, Godagari, Rajshahi.

Price :- Ten Taka (Fixed).

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তিগত সমস্যা

		পৃষ্ঠা
১.	শারীরিক সমস্যা	১২
২.	পারিবারিক সমস্যা	১৩
৩.	পর্দার সমস্যা	১৫
৪.	সময়ের সমস্যা	১৬
৫.	ছোট বাচ্চার সমস্যা	১৭
৬.	বাচ্চা যদি একটু বড় হয়	১৭
৭.	স্কুল কলেজে পড়া বাচ্চা	১৮
৮.	টি. সি. কিংবা সম্মেলন	১৮
৯.	ইসলামী সাহিত্য কখন পড়বেন	১৮
১০.	বাচ্চাদের পরীক্ষার সময়	১৯
১১.	মেহমান এলে	১৯
১২.	প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কগত সমস্যা	১৯
১৩.	প্রোগ্রামে যাওয়ার সমস্যা	১৯
১৪.	ছাত্রী সংস্থার কর্মী / সদস্যার সন্ধিক্ষণ	২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংগঠনিক সমস্যা

পৃষ্ঠা

১.	দাওয়াতী কাজ করতে যেয়ে উদ্ভূত সমস্যা	২২
২.	জামায়াত সম্পর্কে সঠিক ধারণা	২২
৩.	অন্যান্য রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ধারণা	২৩
৪.	আন্তর্জাতিক চলমান ঘটনা সম্পর্কে ধারনা	২৩
৫.	ইসলামী দুনিয়া সম্পর্কে ধারনা	২৪
৬.	কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলে	২৪
৭.	প্রশ্নোত্তরের সমস্যা ও সমাধান	২৫
৮.	নির্ধারিত সময়ে বৈঠকে যেতে অক্ষম হলে	২৫
৯	এয়ানত দেয়ার সমস্যা	২৫
১০.	বইয়ের সমস্যা	২৬
১১.	রিপোর্ট বইয়ের সমস্যা	২৬
১২.	ব্যক্তিগত বই নিখোঁজ হলে	২৬
১২.	সিদ্ধান্তে অটল থাকা	২৭
১৩.	সাহসী ও বলিষ্ঠ হওয়া	২৭
১৪.	শেষ কথা	২৮

অভিমত

আলহামদুলিল্লাহ। নাহমাদুহু অনুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারীম। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ বিধান কায়েম করার দায়িত্ব পুরুষ-মহিলা সকলের। জনসংখ্যার অর্ধেক মহিলা। তাই মহিলাদের মাঝে দ্বীন কায়েমের দাওয়াত ও সংগঠন গড়ে না তুললে অর্ধেক জনসংখ্যা অন্ধকারে থেকে যাবে। তাই মহিলাদের মাঝে ইসলামী জীবন বিধান তথা দ্বীন কায়েমের আন্দোলন জোরদার করা খুবই জরুরী। এ লক্ষ্যেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ঢাকা মহানগরীর রুকন, রাজশাহী মহানগরী ইসলামী ছাত্রী সংস্থার প্রাক্তন সভানেত্রী মুহতারিমা ছফুরা খাতুন তাঁর দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্যটি "মহিলা কর্মীর সমস্যা ও সমাধান" নামক পুস্তিকায় তুলে ধরেছেন। আমি পুস্তিকাটির বক্তব্য পড়ার চেষ্টা করেছি। আলহামদুলিল্লাহ বইটিতে তিনি কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে ইসলামী আন্দোলনের একজন মহিলা কর্মীর বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও তার সমাধান তুলে ধরেছেন। রাজশাহী জেলার আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন কালে আমি তার সাংগঠনিক তৎপরতা ও যোগ্যতা দেখেছি। এখনও যতটুকু জেনেছি নিজে ময়দানে কাজ করে বাস্তব অভিজ্ঞতার দরদমাখা ভাষা দিয়ে পুস্তিকাটি লিখেছেন। আমি মনে করি তার এই সুন্দর ও প্রয়োজনীয় বইটি মহিলা কর্মীদের জন্য উপযোগী এবং বিশেষভাবে জামায়াতের মহিলা কর্মী ও ইসলামী ছাত্রী সংস্থার কর্মীদের জন্য অল্প হলেও সহায়ক হবে। পুস্তিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি। সেই সাথে তাঁর এই প্রথম প্রয়াস যাতে আরো সফলতার দিকে অগ্রসর হয়, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পুস্তিকাটির সুফল ও সওয়াব যাতে তিনি ও তার মরহুম স্বামী ইসলামী আন্দোলনের নির্ভেজাল ও একনিষ্ঠ সৈনিক **অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম** সাহেব পান সেজন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি।

মুজিবুর রহমান
সাবেক এম.পি ও সংসদীয় দলনেতা
এবং
সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ।

উৎসর্গ

বিভিন্ন স্তরে মহিলা জামায়াতে কাজ করতে ‘যেয়ে ঘরে বাইরে ছায়ারমত সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করে যিনি আমাকে দ্বীনি আন্দোলনের কাজে সহায়তা করতেন, যিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন এক মর্দে মুজাহিদ আমার মরহুম স্বামী **“অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম”**। তিনি গত ২৬ জানুয়ারী ২০০৪ কলেজে যাবার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় এ দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনায়-

পূর্ব কথা

১৯৯৭ইং সালে ইউনিয়ন ভিত্তিক এক মহিলা কর্মী T.S এ আলোচ্য বিষয় ছিল "মহিলা কর্মীর সমস্যা ও সমাধান"। নির্ধারিত বক্তা অনুপস্থিত। অগত্যা তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি নিয়ে বক্তব্যটি আমি উপস্থাপন করলাম। তখন হতে মনে হয়েছে বিষয়টি সকল কর্মীদের কাছে যদি পৌঁছাতে পারতাম, সেই আবেগেই বর্তমান এই প্রয়াস।

বইটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, সার্বিক সহযোগিতা এবং তত্ত্বাবধান করেছেন সাবেক এমপি মুহতারাম অধ্যাপক মুজিবুর রহমান (সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ) এবং বেগম মুজিব ভাবী। আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের উভয়কেই উত্তম যাযা (পুরস্কার) দান করুন। আমীন।

এ বইটি পড়ে যদি কোন কর্মী বা দায়িত্বশীল কাজে সামান্যতম অগ্রসর হতে সহায়তা পান তাহলে পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

ছফুরা খাতুন

কুরআন ও হাদীসের স্মরণীয় বাণী

কুরআন ঃ

১. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র ইসলামই আনুগত্যের বিধান। (আল ইমরান- ১৯)

২. আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। (তওবা- ১১০)

৩. হে ঈমানদার লোকেরা! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসায়ের কথা বলব যা তোমাদেরকে পীড়া দায়ক আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ও জান-প্রাণ দ্বারা। ইহা তোমাদের জন্য অতীব উত্তম যদি তোমরা জান। (আসসফ- ১০-১২)

৪. তোমরা জান্নাতে যাবে অথচ আল্লাহ তা'লা এখনো দেখেননি যে কারা জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছে।

৫. তোমরা কেন এমন কথা বল যা কার্যত করনা। এটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী ব্যাপার যে তোমরা যা বল তা করনা।

৬. তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত ফেতনা শেষ না হয় এবং আনুগত্য শুধু আল্লাহর জন্যই বাকী থাকে। (বাকারা- ১৯৩)

৭. তোমাদের আমি পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা ও জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে। (বাকারা)

৮. হে ঈমানদারগণ তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও।

হাদীসের বাণী ঃ

১. বলো! আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর একথার উপর অটল থাক। (মুসলিম)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন– পাঁচটি কাজকে পাঁচটি কাজের পূর্বে অগ্রাধিকার দিবে।

(১) মৃত্যুর আগে জীবনকে।

(২) বার্ধক্য আসার আগে যৌবনের।

(৩) ব্যস্ত হবার আগে অবসরের।

(৪) দারিদ্র আসার আগে স্বচ্ছলতার।

(৫) অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতার।

৩. হযরত আবুযার গিফারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর নবী! কোন আমলটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তার পথে জিহাদ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

৪. হযরত আবু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যার দুই পা আল্লাহর পথে ধুলি মলিন হয় আল্লাহ তাআয়ালা তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন। (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী)

৫. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জিহাদে শরীক হলনা, কিংবা জিহাদ সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনাও করলনা আর এ অবস্থায় সে মারা গেল সে যেন মুনাফেকীর উপর মৃত্যু বরণ করল। (মুসলিম)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মহিলা কর্মীর সমস্যা ও সমাধান

ভূমিকা

একজন দায়ী যখন অন্যকে দাওয়াত দান করেন তখন বুক ভরা আশা নিয়ে দাওয়াত দেন যেন তিনি আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝে আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজে অংশ নেন।

কথা বলতে বলতে মনে হয় যেন তিনি অনেক আগে থেকেই আমার চেয়েও কর্মঠ কর্মী। আমরা কেন যে তাকে এতদিন খুঁজে পাইনি এ আমাদের বড় অপারগতা ভেবে নিজেদের অপরাধী মনে হতে থাকে।

কিন্তু এই যে প্রথম দাওয়াতের আলাপ চারিতায় যাকে একান্ত সহযাত্রী ভেবে ফরম পূরণ করে সহযোগী বানিয়ে আশ্বস্থ হয়ে ফিরে আসি কদিন পরই তার সঙ্গে সাক্ষাত হলে তিনি মুহুর্তেই মাথা ফিরিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বাঁকা কথা বলে পাশ কাটিয়ে চলে যান।

হতাশ হয়ে দ্বারস্থ হই অন্য জনের কাছে। এমনি করে কত মাস কত বছর ঘুরে ঘুরে কর্মী বানানোর জন্য অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে হয়তো কয়েকজনকে কর্মী বানানো হলো। সেই কর্মীদের মধ্যে আবার দেখা দেয় প্রচুর সমস্যা।

কোন কোন ইউনিট ভেঙ্গে পড়ি পড়ি করেও কোন মতে দাঁড়িয়ে থাকে কর্মীদের টানাপোড়নের ফলে। দায়িত্বশীলকে হীমসীম খেতে হয় পরিশ্রম করতে করতে।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের আন্দোলন শুরু থেকে অদ্যাবধি মহিলারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। একাজে আঞ্জাম দিতে মহিলাদের নানাবিধ বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়।

ব্যক্তিগত সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, আর্থিক সমস্যা এমনকি রাজনৈতিক

সমস্যা ও কম পোহাতে হয়না। কম বেশী সমস্যা সকল মহিলা কর্মীরই কিছু না কিছু আসে।

ইসলামী আন্দোলনে বাধা বিপত্তি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। মহিলা অঙ্গনে কাজ করতে যেয়ে সাধারণতঃ যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে সকল সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে আমরা যদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি তাহলে আন্দোলনের কাজ হয়তো আরো বেগবান হবে ইনশাআল্লাহ। কিভাবে আমরা সে বাধাগুলো অতিক্রম করে অগ্রসর হতে পারি সে সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব।

বিষয়টিকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হলো।

প্রথম অধ্যায়ে কর্মীর ব্যক্তিগত সমস্যা ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংগঠনিক সমস্যা।

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তিগত সমস্যা

ইসলামী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার পর দেখা যায় একজন কর্মী সক্রিয় হচ্ছে না। কাজে তেমন গতি নেই। দাওয়াতী কাজ করতে সঙ্কোচ বোধ করে। এয়ানত দিতেও পিছু টান। বৈঠকে আসতে নানা বাহানা দেখায়।

কারো আবেগ ঘন আবেদনে নয়তো কোন সমাবেশে কোন বক্তার বক্তব্যে মনে রেখাপাত করায় সহযোগী ফরম পূরণ করে সংগঠনে শামিল হয়েছে। কিন্তু তার সেই সাময়িক আবেগ যখন দূর হয় তখন সে আগের অবস্থায় ফিরে যায়।

করণীয় ঃ এমন অবস্থায় তার ইসলাম সম্পর্কে ধারণা পরিস্কার করতে হবে। সংগঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বুঝ দান করতে হবে। পাশাপাশি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ড ও ফায়দা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা দিতে হবে ও সাহচার্য দান করতে হবে।

সিলেবাসের অন্তর্ভূক্ত কুরআন হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য নিয়মিত পড়াতে হবে। আন্দোলনমুখী পত্র-পত্রিকা নিয়মিত সরবরাহ করতে হবে। গ্রাহক করার চেষ্টা করতে হবে। গ্রাহক না হলে নিজেদের রাখা বা সংগৃহীত পত্র-পত্রিকা নিয়মিত সরবরাহ করা দরকার। তার অন্তর্দ্বন্দ্ব পুরোপুরি নিরসন হওয়ার দরকার এবং তার ঝোঁক প্রবণতা বুঝে দায়িত্ব দেয়া উচিত।

(১) শারীরিক সমস্যা ঃ

শারীরিক অসুস্থতার কারনে কোন কর্মী কাজে অনগ্রসর হতে পারে। অসুস্থতা সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।

সাময়িক অসুস্থ ঃ সাময়িক অসুস্থ হলে এ কর্মীকে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত অবসর দেয়া দরকার। এ সময় অসুস্থ কর্মীকে দায়িত্ব দিলে কাজ সময়মত

নাও হতে পারে। এমনকি কাজটি সম্পন্ন নাও হতে পারে। এ অবস্থায় তার কাজ হালকা করা দরকার।

দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা ঃ দীর্ঘ স্থায়ী অসুস্থতার জন্য একজন কর্মী ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অগ্রসর হতে পারে না। এমনকি একজন মানসম্মত কর্মীও দীর্ঘস্থায়ী রোগ ভোগের জন্য অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমত আঞ্জাম দিতে সক্ষম হন না। এক্ষেত্রে দায়িত্ব বন্টনের সময় খেয়াল রাখতে হবে উক্ত কর্মী যতই যোগ্যতা সম্পন্ন হোকনা কেন তিনি শারীরিক অক্ষমতার জন্য দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন না। তাই তাকে তেমন গুরু দায়িত্ব না দেয়াই উত্তম হবে। দায়িত্ব পালন অবস্থায় যদি কেউ এমন অসুস্থ হন তাহলে সাংগঠনিক ভাবে বিকল্প চিন্তা করা দরকার।

(২) পারিবারিক সমস্যা ঃ কোন কোন কর্মী পারিবারিক বাধার জন্য সংগঠনের কাজে সক্রিয় হতে পারেন না। পরিবারে ভিন্নমত পোষণ, ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ধারণার অভাব ইত্যাদি কারনে একজন কর্মী পরিবারের স্বামী, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী, পিতা-মাতা ও ভাই বোনদের নিকট থেকে বাধা প্রাপ্ত হন।

উত্তরণের উপায় ঃ এক্ষেত্রে সে কর্মীকে সর্বাগ্রে সাময়িক ভাবে বলিষ্ঠ হতে হবে। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির চেষ্টা অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে। আত্ম গঠনের জন্য নিয়মিত চেষ্টা চালাতে হবে। বাধার অজুহাতে শয়তানের ওয়াসওয়াসা বেশী পড়তে পারে। এজন্য কুরআন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য নিয়মিত অধ্যয়ন করা, সকল ইবাদতগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া একান্ত দরকার।

এ কাজগুলোর পাশাপাশি পরিবারে দাওয়াতী কাজ নিরলস ভাবে করতে হবে। এতে যত ঠাট্টা বিদ্রুপ বা অন্য যত বাধা আসুক না কেন ধৈর্যের সঙ্গে তাকে দাওয়াতী কাজ ও আমলের মাধ্যমে বাস্তব ক্ষেত্রে জলন্ত সাক্ষী হতে হবে। আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে করুন বাক্যে। ধৈর্যের সঙ্গে এভাবে চলতে থাকলে দেখা যাবে একদিন আল্লাহপাক সে কর্মীকে সাহায্য করবেন। তার কাজে বাধা একদিন দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কিভাবে পরিবারে দাওয়াতী কাজ করবেন ঃ

স্বামীর সঙ্গে অবসর সময়ে পারিবারিক বিষয়ে আলাপের পাশাপাশি ইসলামের বিধি বিধানের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিবেশ অনুযায়ী স্বল্প কথায় দাওয়াত দান করা যায়।

দুপুরে কিংবা রাতে শোবার সময় কিংবা শুয়ে শুয়েও দুই এক পৃষ্ঠা ইসলামী সাহিত্য পড়ে শোনানো যায়। কম সময় হলে একটি হাদিস পড়ে শোনানো যায়। বেশী অন্তরঙ্গ হয়ে বলা যায় পড় না এই বইয়ের এ পৃষ্ঠাটা। এমনিভাবে এক সময় একটু একটু করে তার মনে ছাপ পড়তে পারে। ড্রয়িং রুমে কিছু তাফহীমুল কুরআন হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য হাতের কাছে রাখতে হবে। যাতে উঠতে বসতে বইগুলো চোখে পড়ে। হতেও পারে তিনি এক সময় বইগুলো খুলে দেখবেন। চেষ্টা করা আর আল্লাহর কাছে তার জন্য দোয়া করতে হবে।

শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে নামাজের পর কিছু কিছু দোয়া কালাম ও জিকিরের ছোট ছোট আয়াত গুলো শেখাতে হবে। অনেক শ্বশুর-শ্বাশুড়ী আছে যারা নামাযই ঠিকমত পড়তে জানেন না তাদেরকে নামাযের গুরুত্ব বুঝিয়ে ঠিকভাবে নামায পড়ার নিয়ম কানুনগুলো শেখানোর চেষ্টা করতে হবে। শ্বশুর শাশুড়ী শিক্ষিত হলে এ ব্যাপারে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আস্তে আস্তে তারা এক সময় আপনাকে গুরুত্ব দিবে। এমন অবস্থায় তাদের কাছে দাওয়াতী কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে পারিবারিক কাজে আপনাকে নিষ্ঠাবান হতে হবে। অন্যদিকে নিজে কম সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। অন্যদের বেশী সুবিধা দিতে হবে। এমনিভাবে চলতে থাকলে দেখা যাবে তারা আপনাকে অত্যন্ত বিশ্বস্থ ভাববে। তখন আপনি তাদের কাছে দাওয়াতী কাজ করলে দাওয়াত ফলপ্রসু হবে।

পারিবারের অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে ঃ

অনেক সময় পরিবারের মহিলারা বসে বসে গল্প কিংবা সেলাই করছে। তখন আপনি তাদের কাছে বসে ইসলামী সাহিত্য হাদীস কিংবা মাসলা মাসায়েল পড়ে শোনাতে পারেন। খাবার টেবিলে বসেও হালকাভাবে খাবারের আদব-কায়দা নিয়ে দাওয়াতী কাজ করা যায়। এভাবে পরিবারে

আমরা দাওয়াতী কাজ চালু রাখলে আশা করা যায় পারিবারিক বাধাগুলো আস্তে আস্তে দূর হতে থাকবে।

যারা ছাত্রী সংস্থা কিংবা ছাত্র শিবির করে তারাও পরিবারে এমনি ভাবে অবসর ও সুযোগ বুঝে দাওয়াতী কাজ করতে পারে।

(৩) পর্দার সমস্যা ঃ

যে পরিবারে পর্দা চালু নেই সে পরিবারে কেউ পর্দা করতে চাইলে তার জন্য বড় বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে নব বিবাহিতা বউ যদি পর্দানশীন হন তাহলে নতুন পরিবেশে এসে সর্বপ্রথম তাকে পর্দার সমস্যায় কঠিন অবস্থায় পড়তে হয়। পর্দা মানতে যেয়ে নানা জনের নানা মন্তব্য শোনা ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে বড় অসহনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যদি সে বউ-এর স্বামী পর্দার বিরোধী হন।

এ সমস্যায় করনীয় ঃ

বিয়ের পর ইসলামী বিধান মানতে বাধার সম্মুখীন যাতে হতে না হয় সে জন্য বিয়ের পূর্বেই সে পরিবারটি ইসলামী পরিবার কিনা ছেলেটি ইসলামের প্রতি অনুরাগী কিনা মেয়ের ইসলামী শরিয়ত মোতাবেক চলতে সমস্যা হবে কিনা এমন পরিবেশ দেখে বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। যাতে পরে জটিলতার সৃষ্টি না হয়। এমন অনুকূল পরিবেশ পাওয়া না গেলে অন্ততঃ বিয়ের পূর্বেই মেয়েকে পর্দার সমস্যায় যাতে পড়তে না হয় তার জন্য বিশেষ করে ছেলে ও মেয়ের অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা প্রয়োজন।

শুধু মেয়ের বেলায় নয়। দেখা যায় মেয়ের পর্দার ব্যবস্থা আছে কিন্তু ছেলে যদি পর্দানশীল হয় তবে শ্বশুর বাড়ীতে যেয়ে ছেলেও যাতে পর্দা মেনে চলতে পারে সে বিষয়ে বিয়ের পূর্বেই শ্বশুর বাড়ীর অভিভাবক মহলে জানায়ে দেয়াও খুব প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায় নতুন দুলা ভাই পেয়ে শ্যালিকা ও ভাবীরা নানা রং তামাসা জমানোর ব্যবস্থা করে নতুন জামাইকে বড় নাজেহাল বানিয়ে ছাড়ে। ইত্যাকার বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে বাঁচার জন্য পূর্ব সাবধানতা ছাড়াও ছেলেকে শক্ত ভূমিকা রাখা দরকার।

নব বিবাহিতা বউকে খুব হিকমতের সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে যাতে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়। শহুরে পরিবেশে পর্দা করা অনেকটা সহজ হয়। কিন্তু গ্রামীন পরিবেশে বিষয়টি অত সহজ ব্যাপার হয় না। এমতাবস্থায় মেয়েকে ছতর ঢাকা পোশাক পরা খুবই জরুরী। বিশেষ করে ফুল হাতা জামা থাকা আবশ্যক। বড় চাদর সব সময় হাতের কাছে রাখা দরকার। শোবার ঘরের দরজা জানালায় পর্দার ব্যবস্থা করা, রান্না ঘরে যাবার সময় বড় চাদর দিয়ে পর্দা রক্ষা করে যাবার চেষ্টা করা ও রান্না ঘরে যাতে দেবর ভাসুর বা অন্য গায়ের মুহররম পুরুষ না যায় সে বিষয়ে পরিবারের অন্যান্যদের অবগত করানো দরকার।

সাধারণত একটা সময় থাকে যখন পুরুষরা বাইরে থাকেন। সেই সময় বুঝে রান্না গোসল বিশেষ করে ঘরের বাইরের কাজগুলো পূর্বাহ্নেই সেরে ফেলা প্রয়োজন।

কিছু কিছু স্থানে অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই অগ্রনী ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করতে হবে। যেমন রান্নাঘর, কলের পাড়, বাথরুম বা বারান্দায় যদি পর্দার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে নিজেরাই পর্দার ব্যবস্থা করা। ঘরোয়া পরিবেশেই পুরান কাপড় চট্ বা সারের বস্তা দিয়েও গ্রামীন পরিবেশে পর্দার ব্যবস্থা করা যায়।

বাড়ীর বাইরে যাবার সময় অবশ্যই পর্দার সঙ্গে যেতে চেষ্টা করতে হবে। মনে রাখতে হবে নানা জনের নানা কটু মন্তব্যে যেন পর্দা থেকে কোন ক্রমেই সরে না দাড়ান হয়। সময় করে পারিবারিক বৈঠক ছাড়াও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। আল্লাহর সাহায্য চেয়ে ধৈর্যের সঙ্গে এভাবে চলতে থাকলে আল্লাহ তার জন্য এ পথে চলা সহজ করে দিবেন।

(৪) সময়ের সমস্যা ঃ

স্বামী, সন্তান ও পরিবারের দায়িত্ব পালন করার কারনে বাইরে গিয়ে কাজ করার সময় ও সুযোগ সবার এক রকম হয় না। তাই বলে সময় যে একেবারে হবেনা এমন কিন্তু নয়। প্রতিদিনের দায় দায়িত্ব পালন করেও আমাদের হাতে কমবেশী কিছু সময় থাকে। সে সময়টা আমরা দ্বীনের

দাওয়াতী কাজে ব্যয় করতে পারি। সংসারের কাজে একজন মহিলা যদি রাতে না ঘুমিয়েও অবিরাম কাজ করেন তবুও কাজের শেষ হবেনা।

প্রতিদিনের কাজের মাঝে আমাদের সুযোগ তৈরী করে নিতে হবে। এ জন্য চাই আন্তরিক সদিচ্ছা ও আল্লাহর ভয়। অনেক সময় আমরা হিসেব করে চলিনা। একজনের সঙ্গে কথা বলছি তো বলেই যাচ্ছি। নেহায়েত দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে পরস্পরে আলাপ করে অনেক সময়ই নষ্ট করি।

প্রয়োজনীয় কথা বা কাজ সংক্ষেপে শেষ করে হিকমতের সঙ্গে দাওয়াতী কাজ করা যায়। এমন ছোট খাট ইসলামের বিধিবিধান আছে যা আপনার প্রতিবেশী বোঝে না। একটু খানি সুযোগ করে নিয়ে তার কাছে দাওয়াতী কাজ অনায়াশেই করা যায়।

(৫) ছোট বাচ্চার সমস্যা ঃ

ছোট বাচ্চা থাকলে মায়ের জন্য সময় বের করা আসলেই কষ্ট সাধ্য ব্যাপার, যদি তার সাহায্যকারী কেউ না থাকে। তাহলে বাচ্চাকে সঙ্গে নিয়েই বৈঠকে যাবার চেষ্টা করবেন।

বাচ্চাকে অবশ্যই প্যান্টি পরিয়ে নিতে হবে। যাতে যেখানে সেখানে প্রস্রাব পায়খানা নিয়ে বিব্রত অবস্থায় না পড়তে হয়। ব্যাগে করে বাচ্চার বাড়তি জামা-কাপড়, প্রস্রাবের কাঁথা-ন্যাকড়া, ওয়াল ক্লথটিও নিতে ভুলবেন না। যদি T.C, T.S হয় তাহলে বাচ্চার ব্যবহৃত কমোড অবশ্যই সঙ্গে নিবেন। কিছুক্ষণ পর পর নিজ দায়িত্বেই বাচ্চাকে প্রস্রাব করালে T.C, T.S এর পরিবেশ পবিত্র থাকবে। প্রোগ্রামের মধ্যেও বাচ্চাকে নিয়ম মাফিক খাওয়ালে বাচ্চা কাঁদাকাটি করবে না। বাচ্চা কাঁদলে সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বশীলার অনুমতি নিয়ে বাচ্চাকে সামলানোর জন্য অন্যত্র যাওয়া দরকার যাতে অন্যদের সমস্যা না হয়।

(৬) বাচ্চা যদি একটু বড় হয় ঃ

বাসায় যদি বাচ্চা দেখার মতো কেউ থাকে তাহলে বাচ্চার প্রয়োজনীয় খাবার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা পূর্বেই প্রস্তুত করে রেখে যেতে হবে যাতে আপনি প্রোগ্রামে যেয়ে বাচ্চার জন্য অস্থিরতায় না ভোগেন।

(৭) স্কুল কলেজে পড়া বাচ্চা ঃ

আপনি প্রোগ্রামে যাবেন কিন্তু বাচ্চারা স্কুল, কলেজ কিংবা কোচিং থেকে ফিরেনি তাহলে ঐ দিন পূর্বেই বাচ্চাদের অবগত করাতে হবে যে আপনার আজ এতটায় প্রোগ্রাম আছে। ডাইনিং টেবিলে খাবারগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে রেখে যাবেন। আপনার প্রোগ্রামের সময় বাচ্চারা ঘুমিয়ে থাকবে যদি মনে করেন এমন অবস্থায় পূর্বেই বাচ্চাদের অবগত করাবেন আপনার প্রোগ্রামের বিষয়টি। ডাইনিং টেবিলে বাচ্চাদের জন্য নাস্তাটা রেডি করে রেখে যাবেন। বাইরের গেটের চাবি অবশ্যই একাধিক রাখতে হবে।

(৮) T.C কিংবা সম্মেলন ঃ

যদি ১ দিনের বেশী সময় T.C কিংবা সম্মেলন হয় তাহলে বাচ্চাদের দেখা কিংবা পরিবারের প্রয়োজনে নিকট আত্মীয় কিংবা ঘনিষ্ঠ কাউকে পূর্বেই আনার ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে নির্দিষ্ট সময়ে আপনি প্রোগ্রামে রওয়ানা হতে পারেন। যদি কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে হলেও প্রোগ্রামে যাওয়া প্রয়োজন।

প্রয়োজনীয় বাজার পূর্বেই করে (যদি ফ্রিজ থাকে) রান্না করে ভাগ ভাগ করে রেখে গেলে ভাল হয়।

(৯) ইসলামী সাহিত্য কখন পড়বেন ঃ

যাদের পরিবারে কাজের সাহায্যকারী নেই, ছোট বাচ্চা আছে তাদের সময় করে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবুও কম হলেও নিয়মিত অধ্যয়ন করতেই হয়। এমন কর্মীর নজির আছে যিনি রান্নার সেলফে বই রেখে রান্না করেন। রান্না করার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে বই পড়ছেন। বাচ্চা ঘুমিয়ে আছে এই ফাঁকে সাংসারিক কাজ কর্ম ও অধ্যয়নের চেষ্টা করা যায়। সর্বশেষ প্রচেষ্টা রাতে বাচ্চারা ঘুমিয়ে গেলে সংসারের ঝামেলা শেষে নিজে ঘুমাতে যাবার আগে টেবিলে কিছুক্ষণ বসে অধ্যয়ন করা যায়। ব্যাগে সব সময় ইসলামী সাহিত্য রাখতে হয়। যখন যেখানে থাকেন সুযোগ পেলেই বইটি খুলে চোখ বোলাবেন। এমনি করতে করতে কিছু সাহিত্য পড়া হয়ে যায়। বাসে ট্রেনে লঞ্চে সফরের সময় বই

পড়লে বই পড়ে সময় কাটানোও হলো, সেই সাথে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নও হলো।

(১০) বাচ্চাদের পরীক্ষার সময় ঃ

বাচ্চাদের পরীক্ষার সময় মায়েরা সাংগঠনিক কাজে বাইরে যাবে এমনটি অধিকাংশ লোকই পছন্দ করেন না কিন্তু সাংগঠনিক কাজতো আর বন্ধ থাকবে না। রিপোর্টের মানতো ধরে রাখতে হবে। বাচ্চা যখন পরীক্ষা দিতে যাবে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই সময়টা আপনি (পূর্বেই সাংসারিক কাজ গুছিয়ে রেখে) সাংগঠনিক কাজে ব্যয় করতে পারেন।

(১১) মেহমান এলে ঃ

মেহমান এলে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি কাজ গুছিয়ে মেহমানের সম্ভাব্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা সেরেই আপনি সাংগঠনিক কাজে বেরিয়ে যেতে পারেন। যদি মহিলা মেহমান হয় তাহলে আপনার প্রোগ্রাম যদি কোন সাধারণ সভা বা তাফসির বৈঠক হয় তাহলে মেহমানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। এতে মেহমানেরও বেড়ান হল দাওয়াতী কাজ করা হলো মেহমান বাসাতে একাকীত্ব সমস্যা থেকেও বাঁচল।

(১২) প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কগত সমস্যা ঃ

চিন্তা-চেতনা আচার আচরণে যদি প্রতিবেশী আপনার সমমনা না হন তাহলে বড় কষ্টের কারন হয়ে দাঁড়ায়। তিনি যদি ভিন্নধর্মী মত পোষণ করেন তাহলে আপনি যতই তার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখার পদ্ধতি অবলম্বন করুন না কেন সে আপনার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক তো রাখবেনা বরং নানাভাবে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে এড়িয়ে যেতে থাকবে।

এমন অবস্থায় আপনি আপনার আচরণ দিয়ে প্রতিবেশীর হক আদায় করতে থাকবেন। একদিন তার পরিবর্তন হতেও পারে। আল্লাহর কাছে তার হেদায়েতের জন্য দোয়াও করবেন, কারন হেদায়েতের মালিক আল্লাহ।

(১৩) প্রোগ্রামে যাওয়ার সমস্যা ঃ

মহিলাদের দূরবর্তী স্থানে বিশেষ করে থানা, জেলা ও কেন্দ্রীয় T.S, T.C ও সম্মেলনে যেতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রোগ্রামের চিঠি

পেয়েই নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এলাকা বা মহল্লার কর্মীরা এক সঙ্গে সুবিধা মত যানবাহনে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। এ ব্যাপারে পুরুষ দায়িত্বশীলদের পূর্বেই বিষয়টি অবগত করানো হলে তারাও প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবেন।

পূর্বেই বই, নোট খাতা, কলম প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র পরিধেয় কাপড় ও খরচের টাকা গুছিয়ে রাখা দরকার। রান্না সেরে খাবার যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা ভাল। বেরিয়ে যাবার আগে বিশেষ করে খাবার ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করা দরকার যাতে বিড়ালে খাবার নষ্ট না করে।

যাবার সময় ঘরে যারা অবস্থান করেন তাদের ও প্রতিবেশীদের বলে যাওয়া দরকার যাতে তারা আপনার অবর্তমানে ঘরের ও বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল রাখেন।

এমন পরিমাণ সময় হাতে নিয়ে বের হতে হবে যাতে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পৌঁছা যায়। ছোট খাট অসুখ বিসুখের অজুহাত দেখিয়ে প্রোগ্রামে না যাওয়া থেকে বিরত থাকা দরকার।

(১৪) ছাত্রী সংস্থার কর্মী/সদস্যার সন্নিবেশ :

ছাত্রী সংস্থার কর্মী বা সদস্যার ছাত্রী জীবন শেষ কিংবা ছাত্রী অঙ্গনের কাজ শেষ হওয়ার পর মহিলা জামায়াতে কাজ শুরু করতে কেউ কেউ দ্বিধা সংশয় করে। কখনো মনে হয় ছাত্রী সংস্থার এত কাজ করেছি এবারে একটু আস্তে ধীরেই কাজে যোগ দিই। কখনো কেউ মনে করে ছাত্রী অঙ্গনে শিক্ষিতাদের মাঝে কাজ করার পরিবেশ সুন্দর। সবাই শিক্ষিতা কথা বোঝালে বোঝে একটা আলাদা ইমেজ রয়েছে। কিন্তু মহিলা অঙ্গনে একেতো বয়সের ফারাক তার উপর শিক্ষার মানগত ব্যবধান খাপ খাওয়ানো বেশ কষ্টকর ব্যাপার। আর নববিবাহিতারা তো একটু অন্য রকম অবকাশ পেতেই চায়।

সব মিলিয়ে বৃহত্তর অঙ্গনে কাজে শামিল হতে দেখা যায় সময়ের একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। নববিবাহিতা কর্মী/সদস্যাদের নতুন পরিবেশে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অনেক সময় বেশামাল হয়ে পড়ে। নানা রকম পারিবারিক বাঁধা তাদের আঁকড়ে ধরে। সন্তান সম্ভাবা হলে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও সন্তান হবার পর নতুন বাচ্চা নিয়ে দারুন হীমসীম

খেতে হয় সাংগঠনিক কাজ আঞ্জাম দিতে। অবশ্য সকলেই যে এ পর্যায়ে পড়ে তা কিন্তু নয়।

অন্যদিকে স্থানীয় মহিলা জামায়াতের দায়িত্বশীলাদেরও কোথাও কোথাও প্রাক্তন ছাত্রী কর্মী/সদস্যাদের কাছে পাওয়া মাত্রই সংগঠনে সম্পৃক্ত করে দায়িত্ব দিতে একটু বিলম্ব করার ঘটনাও দেখা যায়।

পদক্ষেপ ঃ

সংগঠনের গুরুত্ব বাইয়াতের গুরুত্ব যে কর্মী সদস্যার মধ্যে শিকড় গেড়েছে সে যে অবস্থায় থাকুক না কেন কখনো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করার সুযোগ কম হলেও সে নীরব থাকতে পারেনা।

যারা প্রতিকূলতায় পড়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে স্থানীয় বা উর্ধ্বতনের সুদৃষ্টি দেয়া আশু প্রয়োজন। স্থানীয় দায়িত্বশীলদের মমতা মাখা সংস্পর্শ পেলে তারা আর বসে থাকতে পারেনা। যে সব সমস্যা সাময়িক ভাবে সমাধান যোগ্য তার সুরাহার জন্য তড়িৎ পদক্ষেপ নেয়া দরকার। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে কোন কর্মী যদি একবার কারো অনীহার কারনে বা ভুল বুঝাবুঝির কারনে দূরে সরে যায় তাহলে তাকে পূর্ব মানে ফিরিয়ে আনতে অনেক সময়ের ব্যবধান হয়। নয়তো বা কেউ চিরতরে ঝরে যায়। যোগ্যতা সুযোগ ও পরিবেশগত অবস্থান ভেদে তাকে দায়িত্ব দেয়া ও সংস্পর্শে রাখা সে অবস্থার দাবী হয়ে পড়ে।

২য় অধ্যায়

সাংগঠনিক সমস্যা

(১) দাওয়াতী কাজ করতে যেয়ে উদ্ভূত সমস্যা ও জবাব ঃ

দাওয়াতী অভিযানে কিংবা যে কোন সময়ে দাওয়াতী কাজে বের হবার আগে গ্রুপ লিডার অবশ্যই বানাতে হবে। কারো সঙ্গে কথা বলার সময় এক সঙ্গে একাধিক জন কথা যাতে না বলে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। নেতা যখন কোন বিষয়ে কথা বলেন তখন অন্যরা সে বিষয়ে কথা না বলা। সাধারণের সামনে নিজেদের মধ্যকার মনোমালিন্য বা মত বিরোধের বিষয়ে আলাপ না করা। দাওয়াতী কাজে বের হবার পূর্বেই দাওয়াতী কাজের ফরম পরিচিতি, লিফলেট, বই, ক্যাসেট, পত্র-পত্রিকা, ষ্টিকার, রশিদ বই ইত্যাদি গুছিয়ে ব্যাগে করে সঙ্গে নেয়া। দাওয়াত দানের সময় দাওয়াতী ব্যক্তি যদি বেশী রকম বিরোধিতা করেন তাহলে সেখান থেকে উত্তমভাবে তাড়াতাড়ি সরে আসা দরকার। কোন প্রশ্নের জবাব জানা না থাকলে গোঁজামিলের উত্তর না দিয়ে পরে জানাবেন বলে জানিয়ে দেয়া।

(২) জামায়াত সম্পর্কে সঠিক ধারণা ঃ

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে অপপ্রচারের ফলে জামায়াতে ইসলামী একটি অচ্ছুঁত কিছু হিসেবে কিছু কিছু লোকের কাছে পরিচিত। জামায়াত থেকে যেন যত দূরে থাকা যায় ততই তাদের জন্য ভাল এমন ভাব তারা পোষণ করেন। প্রথমেই তাকে আপনি আপনার মতের পক্ষে আনতে পারবেন না। যেহেতু সে এতদিন ধরে বিরোধী মানষিকতা পোষণ করে এসেছে। তাকে আগে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা দান করতে হবে। জামায়াত সম্পর্কে ভুল ধারণার অবসান আগেই দূর করার চেষ্টা করলে সামনে আর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ থাকবেনা।

ইসলাম সম্পর্কে ধারণা দানের পর ইকামাতে দ্বীনের গুরুত্ব বোঝাতে হবে।

সংগঠন সম্পর্কে ধারণা দান করতে হবে। এর পর জামায়াতে ইসলামী সংগঠনের ইতিহাস ক্রমান্বয়ে তাকে অবহিত করতে হবে। এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করলে চলবেনা। এ সব বিষয়ে দা'য়ীকে অবশ্যই পরিস্কার জ্ঞান ও দৃঢ়তা রাখতে হবে। সকল প্রকার জড়তা ভীরুতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে।

(৩) অন্যান্য রাজনৈতিক দল সম্পর্কে ধারণা থাকা ঃ

জামায়াতে ইসলামীর একজন কর্মীর অবশ্যই অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী ও কর্মকান্ড সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং জামায়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দান না করলে তাদের কাছে জামায়াতের কাজের ধারণা পরিষ্কার হবে না।

রাজনৈতিক বিষয়ে মহিলারা সচেতন কম তথাপি একজন জামায়াত কর্মীকে এ বিষয়ে পিছপা হলে চলবে না। কারণ মহিলারা রাজনীতি বুঝুক আর নাই বুঝুক জামায়াত সম্পর্কে তারা অনর্গল দোষারোপ করতে ছাড়ে না।

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন ও সংগঠন বিষয়ক বই দৈনিক সংগ্রাম, সোনার বাংলা, পৃথিবী, কলম সহ সম্ভাব্য অন্যান্য পত্র-পত্রিকা পড়ার নিয়মিত অভ্যাস করলে উদ্ভূত বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা যায়।

(৪) আন্তর্জাতিক চলমান ঘটনা সম্পর্কে ধারণা ঃ

আন্তর্জাতিক চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কেও একজন কর্মীকে সচেতন থাকতে হবে। মাল্টিমিডিয়ার দরুন আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলো মূহুর্তের মধ্যেই সারা দুনিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে। গ্রামে গঞ্জের মানুষও আজ সচেতন।

আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলো প্রভাব আমাদের জনমনেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য প্রতিদিনের খবরগুলো নিয়মিত শোনা ও জানা দরকার। বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা সহ অন্যান্য দেশের খবরগুলোও শোনার অভ্যাস করা দরকার।

(৫) ইসলামী দুনিয়া সম্পর্কে ধারণা ঃ

খিলাফত, খোলাফায়ে রাশেদা এবং বর্তমান ইসলামী দুনিয়ায় কোথায় কি হল না হতে চলছে সে সম্পর্কেও একজন কর্মীকে অবহিত হতে হবে।

কেননা অনেকেই জামায়াতের কাজকে নিছক রাজনৈতিক কাজ বলে অবজ্ঞা করে থাকে। বিশ্বের কোথায় কিভাবে ইসলামী আন্দোলন চলছে তারা কিভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে তার হালচাল না জানলে একজন কর্মীর কাজের স্পৃহা থাকেনা।

(৬) কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হলে ঃ

ঈমান ইসলাম যেখানে শয়তান সেখানে বেশী তৎপর। আন্দোলনের শীশা ঢালা প্রাচীর দুর্বল হতে বাধ্য যদি কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরে। মানবীয় দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক কিন্তু এ দুর্বলতা জিইয়ে রাখা বা গোপন রাখা সংগঠনের জন্য মারাত্মক আত্মঘাতি।

একজন কর্মী সংগঠনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফেরেশতা তুল্য হবেন এমন নয়। তার এতদিনের সব কর্মকান্ড ইসলামী আমল আখলাকে পরিবর্তনের জন্য সময় লাগবে। এ ব্যাপারে কর্মীকে আত্মগঠনের প্রতি আন্তরিক হতে হবে। অপর দিকে দায়িত্বশীলদেরও সচেতনভাবে মননশীল হয়ে সাহচার্য দান করতে হবে।

মানবীয় ত্রুটিযুক্ত কর্মীকে গুরুত্বপূর্ণ কোন দায়িত্ব দেয়া উচিত নয়। যদিও তার কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান থাকতে পারে। এমন হলে উক্ত দায়িত্বশীলের প্রতি অধিনস্থ কর্মীরা প্রকাশ্যে কিছু না বলতে পারলেও ভিতরে ভিতরে তারা সে নেতা ও সংগঠনের কাজ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এছাড়াও দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে কোন কর্মীর সঙ্গে যদি কখনো মতবিরোধ বা মনোমালিন্য হয়ে যায় তাহলে নেতা বা দায়িত্বশীলকেই তার সমাধানের জন্য অগ্রনী হতে হবে। নেতার একক আত্মমর্যাদা বা আত্মাভিমানের কোন সুযোগ নেই ইসলামে। এ বিষয়ে পরিস্কার হওয়া বাঞ্চনীয়।

ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে এর সমাধানই হচ্ছে সহজ পদ্ধতি। এভাবে সুরাহা না হলে দায়িত্বশীলের মাধ্যমে অগ্রসর হওয়া যায়। তাতে কাজ না হলে মুহাসাবার ব্যবস্থা করা দরকার। তাতেও যদি কাজ না হয় তবে সাংগঠনিক সিদ্ধান্তই কার্যকরী হবে।

(৭) প্রশ্নোত্তরের সমস্যা ও সমাধান ঃ

দাওয়াতী কাজ করতে যেয়ে কিংবা বিভিন্ন বৈঠকে বা অন্য কোন ভাবে কোন আসরে তার উত্তর জানা না থাকলে বিনীতভাবে পরে জানাবেন বলে সময় চেয়ে নিতে হবে। পরে যথা সময়ে সে প্রশ্নের উত্তর জানিয়ে দেয়া দরকার। কোন সময় নিজের দুর্বলতা ভেবে গোঁজামিলের আশ্রয় নেয়া যাবেনা।

(৮) নির্ধারিত সময়ে বৈঠকে যেতে অক্ষম হলে ঃ

যে কোন কারনে বৈঠকে সময়মত যেতে না পারলে পূর্বেই তা দায়িত্বশীলকেই কিংবা কর্মীদের জানিয়ে রাখা দরকার। যাতে তারা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে।

(৯) এয়ানত দেয়ার সমস্যা ঃ

আর্থিক দিক দিয়ে অধিকাংশ মেয়েরাই অন্যের উপর নির্ভরশীল। পিতা, স্বামী নয়তো উপার্জন করা সন্তানের দিকেই চেয়ে থাকতে হয় তাদের। যারা এমতাবস্থায় অনায়াসে খরচ করতে পারেন তাদের এয়ানত দেয়া তেমন সমস্যা নয়। সমস্যা তাদের যারা কোনভাবেই টাকা পয়সা খরচ করার সুযোগ পান না।

সংসারের দায়িত্বশীল যদি কৃপণ হন কিংবা ইসলামী আন্দোলন না বোঝেন তাহলে তার সঙ্গে নিয়মিত দাওয়াতী কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। আল্লাহর পথে খরচ করার গুরুত্ব তাকে বোঝাতে হবে। তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে।

এমনতো নয় যে কোন সময়ই আমরা কোন টাকা পয়সা হাতে পাই না। কোন না কোন ভাবে কিছু টাকা পয়সা হাতে আসে সেখান থেকেই এয়ানত দেয়ার চেষ্টা করা যায়। খালেস নিয়াত থাকলে আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেন। না জানিয়ে কারো পকেট থেকে টাকা নিয়ে এয়ানত দেয়া ঠিক নয়। হাত খরচের টাকা বাঁচিয়ে সেখান থেকে এয়ানত দেয়া যেতে পারে। দেখা যায় এটা সেটা সামান্য বিলাসী জিনিসপত্র কেনা কাটা করছেন অথচ এয়ানত

দেয়ার বেলায় অনিহা প্রকাশ করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে তাকে আল্লাহর পথে খরচ করার গুরুত্ব আগে বোঝাতে হবে।

(১০) বইয়ের সমস্যা ঃ

ইলম অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কুরআন হাদীস ইসলামী সাহিত্য হাতের কাছে থাকা জরুরী। সিলেবাসের বইগুলি আগে পড়া দরকার। ইউনিট বিলি কেন্দ্র থেকে বই ইস্যু করে পড়া যায়। ব্যক্তিগত পাঠাগার গড়ার জন্য কিছু কিছু বই আমরা নিয়মিত সংগ্রহ করতে পারি। দাওয়াতী অভিযানে, বিভিন্ন সভা সম্মেলনে সুলভ মূল্যেও বই পাওয়া যায়। বই কেনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। ইউনিট বিলি কেন্দ্র থেকে কোন বই পাওয়া না গেলে থানা পাঠাগার থেকেও সে বই ইস্যু করা যায়।

(১১) রিপোর্ট বইয়ের সমস্যা ঃ

রিপোর্ট বই শেষ হয়ে গেছে গত মাসে। রিপোর্ট বই না থাকার জন্য রিপোর্ট লিখা হয়নি। এমন সমস্যা প্রায়ই শোনা যায়। রিপোর্ট বইয়ের দুই এক মাসের পাতা থাকতেই অগ্রিম রিপোর্ট বই সংগ্রহ করা দরকার। নিজে বা দায়িত্বশীলের মাধ্যমেও রিপোর্ট বই সংগ্রহ করা যায়।

(১২) ব্যক্তিগত বই নিখোঁজ ঃ

অনেক সময় নিয়ম না জানার জন্য বা তাড়াহুড়োর সময় বই বিলির সময় গ্রহিতার নাম ঠিকানা লিখে রাখা হয়না। গ্রহিতাও নিজের দায়িত্বে বইটি সময়মত ফেরৎ দেন না। এমনি ভাবে এক এক করে অতি কষ্টের বইগুলি নিখোঁজ হতে থাকে।

বই বিলির সময় অবশ্যই বই ইস্যু খাতায় লিখে রাখতে হবে। ব্যক্তিগত বই কেনার শুরুর দিন থেকেই বই রেজিষ্টার বই ইস্যু খাতা ও সিল কেনা খুব জরুরী। বই বিলি করলেই শুধু চলবেনা। বই দিয়ে মাসে অন্ততঃ দুই বার গ্রহিতার সঙ্গে যোগাযোগ করা দরকার। বইটি পড়া শেষ হলে নতুন আরেকটি বই দিয়ে পূর্বের বইটি ফেরৎ নেয়া নিজ দায়িত্বেই করা দরকার। কেননা বই কেউ সহজে আগ্রহ সহকারে পড়তে চায়না। অযথা কত সময়

নষ্ট করে কিন্তু বই পড়ার সময় হয়না। তাগাদা দিয়ে দিয়ে বই পড়ানোর নতুন করে অভ্যাস করতে হয়।

যদি তিনি এক মাসেও বইটি স্পর্শ না করেন তাহলে বুঝতে হবে সে গ্রহিতা বইটি পড়বেনা। তখন বইটি ফেরৎ আনাই ভাল। মাসের পর মাস বই দিয়ে রাখলে খোঁজ খবর না নিলে বই নিখোঁজ হয়ে যায়।

(১৩) সিদ্ধান্তে অটল হওয়া ঃ

একজন কর্মীর যদি পরিবারের পরিবেশ ইসলাম বা আন্দোলনের অনুকুলে না থাকে তাহলে সে কর্মী পদে পদে বাধাগ্রস্থ হবে। এমনকি সে সময়মত নামাজও আদায় করতে সমস্যায় পড়ে।

এমন অবস্থায় উক্ত কর্মীকে ঘাবড়ালে চলবেনা। পূর্নোদ্যোমে আপন কাজ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করতে হবে। পর্দার ব্যাপারেও তাকে অনেক ধকল সামলাতে হয়। দাওয়াতী কাজে বাইরে যাওয়া নিয়মিত বৈঠকে যাওয়া প্রভৃতি কাজে বাধার পাহাড় আসতে থাকে। এমতাবস্থায় তাকে হিকমতের সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। দাওয়াতী টার্গেটিদের বাসায় মাঝে মধ্যে ডেকে এনে দাওয়াতী কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। দূরে নিয়মিত চিঠির মাধ্যমেও দাওয়াতী কাজ করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মনোবল যাতে দুর্বল না হয় সে জন্য আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখতে হবে এবং দায়িত্বশীলের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।

(১৪) সাহসী ও বলিষ্ঠ হওয়া ঃ

একজন কর্মী আন্দোলনের কাজে ঘরে বাইরে সমানভাবে বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে তাকে সর্বাবস্থায় সাহসী ও বলিষ্ঠ থাকতে হবে। আল্লাহর ভয় ও তাওয়াক্কুল নিয়ে দৃঢ় থাকতে হবে। কোন সময় অন্যায় ও বাঁধার কাছে নতজানু হওয়া চলবেনা। এভাবে চলতে থাকলে আল্লাহ পাক তাঁর পথে চলা সহজ করে দিবেন। আল্লাহ পাক বাধা গ্রস্থ কর্মীদের দ্বীনি আন্দোলনে অবিচল থাকার সুযোগ দান করুন- আমীন।

শেষ কথা

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের জন্য তার বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করতে বলেছেন। সুরা নিসার ৭৪ নম্বর আয়াতে বলেছেন-

فاليقاتل فى سبيل الله الذين يسرون الحيواة الدنيا بالاخرة

আল্লাহর পথে জিহাদ করার জন্য তারাই যোগ্য যারা দুনিয়ার জীবনের সুখ সুবিধাকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রি করতে পারে।

পুরুষ মহিলা একে অপরের সহযোগী হয়ে এ জিহাদের কাজে আঞ্জাম দিতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবীগণ পুরুষ মহিলা পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা করেই একামাতে দ্বীনের কাজ করে গেছেন। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই বদরের যুদ্ধে মহিলা সাহাবীগণ পুরুষ সৈনিকদের খাদ্য পানি, ঔষধ ও চিকিৎসা সেবায় সহযোগিতা করেছিলেন। আহত সৈনিকদের নিরাপত্তা দান ও সেবা সুস্থতার কাজে মহিলারা এগিয়ে এসেছিলেন। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা যেখানে মার খাচ্ছে এবং ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে সেখানে মুসলিম মানবতাকে রক্ষার জন্য মহিলাদেরকে সম্ভাব্য পর্দা সংরক্ষণ করেই পুরুষের পাশাপাশি এগিয়ে আসতে হবে।

ইসলামী আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তনের ধারায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোন অবস্থাতেই নারীদের অবহেলার কোন সুযোগ নেই।

ছাত্রী ও মহিলা অংগনে সবেমাত্র কাজ শুরু হয়েছে। এখনও ছাত্র ময়দানের মত ছাত্রী ও মহিলা অংগনে কাজ গড়ে উঠেনি। এ জন্য এখন অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দিয়ে মহিলা অংগনে কাজের আঞ্জাম দিতে হবে। বর্তমান পুস্তিকাটি মহিলা অঙ্গনে কাজ করার ব্যাপারে বাস্তব উপলব্ধি সহ কাজ করার পরামর্শ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আশাকরি উপরে বর্ণিত ময়দান থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে কাজের গতি সৃষ্টি করবে। আল্লাহর কাছে সে আশা পূরণের জন্য দোয়া চেয়ে সমাপ্তি টানছি। ও আখেরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন।

॥ সমাপ্ত ॥

হাদীসে রাসুল (সঃ)

❋ ❋ ❋

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি দৈনিক সত্তর বারেরও অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই ও তওবা করি। (বুখারী-আবু হুরায়রা রাঃ)

❋ ❋ ❋

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে মানব মন্ডলী, আল্লাহর নিকট তওবা কর আমিও তার নিকট দৈনিক একশত বার তওবা করি। (মুসলিম-আগাব মুখানী রাঃ)

❋ ❋ ❋

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন বান্দাহ গুনাহ স্বীকার করে এবং মাফ চায়, আল্লাহ উহা কবুল করেন। (বুখারী, মুসলিম-আয়েশা রাঃ)

❋ ❋ ❋

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে সর্বদা ক্ষমা চায় আল্লাহ তাকে সংকীর্ণতা হতে একটি পথ বের করে দেন, চিন্তা হতে মুক্তি দেন, রিজিকও দেন যেখান হতে সে কখনও ভাবে নাই। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ-ইবনে আব্বাস রাঃ)

❋ ❋ ❋

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আনন্দ তার জন্য যার আমলনামায় বেশী এস্তেগফার পাওয়া যাবে। (ইবনে মাজাহ-আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাঃ)

❋ ❋ ❋

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে তিনবার আল্লাহজর নিকট জান্নাত চায় জান্নাত বলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল কর। আর যে তিনবার জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চায়, জাহান্নাম বলে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ কর। (তিরমিযী, নাসায়ী-আনাস রাঃ)

"কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে (কিয়ামতের দিন) দলীল হিসাবে দাঁড়াবে।"

আল-হাদীস

মহিলা কর্মীর সমস্যা ও সমাধান

আল-ইসলাহ্ প্রকাশনী
মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী
ফোন ঃ ৮৩৫১৩৪৪, ০১৭৫-০১৬৮৫৮